

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯

(১৯৮৯ সনের ১৫ নং আইন)

মহাজনী ঋণের কবল হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মহাজনী ঋণের কবল হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

- ১। (১) এই আইন বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা রাংগামাটি পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ও বান্দরবন পার্বত্য জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) ইহা ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বাংলা মোতাবেক ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮২ ইংরেজী তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সংজ্ঞা

- ২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-
- (ক) “কৃষক” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি নিজের জমি ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে বা শ্রমিকের সাহায্যে চাষাবাদ করেন বা যিনি অন্যের জমি বর্গামূলে চাষ করেন বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন;
- (খ) “কৃষি জমি” বলিতে কৃষকের বসত বাড়ীও ইহার অন্তর্ভুক্ত;
- (গ) “খায়খালাসী বন্ধক” অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E. B. Act XXVIII of 1951) এর section 2(6) এ সংজ্ঞায়িত “complete usufructuary mortgage”;
- (ঘ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
- (ঙ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (চ) “বোর্ড” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত ঋণ সালিসি বোর্ড;

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯
(ছ) “মহাজনী ঋণ” অর্থ লিখিত বা মৌখিক চুক্তিবলে, জামানতসহ বা জামানত ব্যতিরেকে, টাকায় বা শস্যে বা শস্যবীজে পরিশোধ্য এমন ঋণ যাহা,-

(অ) টাকায় পরিশোধের ক্ষেত্রে, আসল ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা বিশ টাকা বা তদুর্ধ্ব হারে অতিরিক্ত অর্থসহ পরিশোধ্য; এবং

(আ) শস্যে বা শস্যবীজে পরিশোধের ক্ষেত্রে, আসল ঋণের উপর বার্ষিক এক-পঞ্চমাংশ বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ অতিরিক্ত শস্য বা শস্যবীজসহ পরিশোধ্য।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

দস্তমখত বা টিপসহিযুক্ত অলিখিত স্ট্যাম্প কাগজ গ্রহণ নিষিদ্ধ

৪। কোন ব্যক্তি মহাজনী ঋণের জামানত হিসাবে কোন কৃষকের নিকট হইতে তাঁহার দস্তমখত বা টিপসহিযুক্ত অলিখিত স্ট্যাম্প কাগজ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

মহাজনী ঋণের শর্ত হিসাবে ফসল অগ্রিম ক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ

৫। কোন ব্যক্তি মহাজনী ঋণের শর্ত হিসাবে ঋণ গ্রহীতার জমির উৎপাদিত ফসল কোন প্রকারের অগ্রিম ক্রয় করিতে পারিবেন না বা তাঁহার নির্ধারিত কোন স্থানে উঠাইতে পারিবেন না।

কতিপয় জমির বিক্রয় খায়খালাসী বন্ধক ঘোষণা

৬। (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর অনধিক তিন একর কৃষি জমির মালিক কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তগতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবন ধারণে অতগমতাজনিত অসহায়তার কারণে কোন কৃষি জমি বিক্রয় করিলে, এবং-

(ক) উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য অনধিক ত্রিশ হাজার টাকা হইলে অথবা সমশ্রেণীর জমির ক্রয়কালীন সময় স্থানীয় বাজার দরের চেয়ে কম হইলে, এবং

(খ) বিক্রীত জমির পরিমাণ অনধিক এক একর হইলে,

উক্ত কৃষক বোর্ড গঠিত হইবার ছয় মাস, বা বিক্রয় দলিল রোজিষ্ট্র হইবার ছয় মাস, যাহাই পরে হয়, এর মধ্যে উক্ত বিক্রয়কে খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করিবার জন্য বোর্ডের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্তম করিতে পারিবেন এবং বোর্ড, দরখাস্তটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানীর পর,

বাংলাদেশ শ্রম সালিসি আইন, ১৯৮৯
 দরখাস্তের স্বাধীনতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত বিক্রয়কে সাত বৎসর মেয়াদী খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জমি ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখের পূর্বে পুনরায় হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে বা ঐ তারিখের পূর্বে উহার উপর কোন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইমারত স্থাপনের বা অন্য কোন কারণে উহার প্রকৃতি স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকিলে, উক্ত জমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীন কোন দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিক্রয় খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষিত হইলে বোর্ড, তত্কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা তিন মাসের অধিক হইবে না, বিক্রীত জমির দখল বিক্রেতার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ দান করিবে।

(৩) যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা জমি প্রত্যর্পণ না করেন বা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত প্রত্যর্পণ কার্যকর করা হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে বোর্ড উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন বিক্রয়কে খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে গণ্য করে সে ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য বন্ধকী অর্থ বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ্য বন্ধকী অর্থের পরিমাণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন পরিশোধ্য বন্ধকী অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের সময় বোর্ড বিক্রয়মূল্য হইতে এক-দশমাংশ পৃথক করিয়া ক্রেতা উক্ত জমি যত বৎসর ভোগ করিয়াছেন উহার প্রতি বৎসরের জন্য উক্ত এক-দশমাংশ হইতে উহার এক-সপ্তমাংশ হারে বাদ দিবে এবং বাকী অংশ বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট নয়-দশমাংশের সহিত যোগ করিয়া মোট পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ক্রেতা উক্ত জমি সাত বৎসরের অধিক কাল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত এক-দশমাংশ সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় মূল্য হইতে বাদ দিয়া পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নির্ধারিত পরিশোধ্য অর্থ অনধিক দশটি বার্ষিক কিস্তিতে শতকরা বার্ষিক বিশ টাকা হারে সরল সুদসহ ক্রেতাকে পরিশোধের জন্য বোর্ড বিক্রেতাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন নির্ধারিত কোন কিস্তি অনাদায়ী থাকিলে অনাদায়ী কিস্তি অর্থ সরকারী দাবী (public demand) বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে ইহা আদায়যোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রেতা যদি অনধিক দুই একর জমির মালিক হন অথবা ক্রেতা যদি অনধিক তিন একর জমির মালিক হন এবং জীবন ধারণে অতগমতাজনিত অসহায় হন তবে উক্ত উক্ত ধারা '৬' প্রাজ্য হইবে না।

কতিপয় বিক্রয় বাতিল

৭। (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর অনধিক দুই একর কৃষি জমির মালিক কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তগতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবন ধারণে অতগমতাজনিত অসহায়তার কারণে অনধিক ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে অনধিক এক একর পরিমাণ কৃষি জমি বিক্রয় করিলে এবং উক্ত জমির বিক্রয় মূল্য বিক্রয়কালীন সমশ্রেণীর জমির প্রচলিত বাজারমূল্য হইতে কম হইয়া থাকিলে, উক্ত কৃষক এই বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করার জন্য বোর্ড গঠিত হইবার ছয় মাস, বা বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রী হইবার ছয় মাস, যাহাই পরে হয়, এর মধ্যে বোর্ডের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং বোর্ড, দরখাস্তমটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানীর পর, দরখাস্তমের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত বিক্রয়কে বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জমি ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখের পূর্বে পুনরায় হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে বা ঐ তারিখের পূর্বে উহার উপর কোন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইমারত স্থাপনের বা অন্য কোন কারণে উহার প্রকৃতি স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকিলে উক্ত জমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীন কোন দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন বিক্রয় বাতিল ঘোষিত হইলে বোর্ড, তত্কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা তিন মাসের অধিক হইবে না, বিক্রিত জমির দখল বিক্রেতার নিকট প্রত্যর্পণ করার জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ দান করিবে।

(৩) যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা জমি প্রত্যর্পণ না করেন বা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত প্রত্যর্পণ কার্যকর করা হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিক্রয় বাতিল ঘোষিত হয় সে ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য সুদমুক্ত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বোর্ড বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রীর তারিখ হইতে উপ-ধারা (৩) এর অধীন জমি প্রত্যর্পণের তারিখ পর্যন্ত সময়ে ক্রেতা উক্ত জমি হইতে যে পরিমাণ আয় করিয়াছেন তাহার সমপরিমাণ অর্থ বিক্রয়মূল্য হইতে বাদ দিয়া পরিশোধ্য সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে এবং উহা অনধিক দশটি বার্ষিক কিস্তিতে ক্রেতাকে পরিশোধের জন্য বিক্রেতাকে নির্দেশ দান করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন কিন্তু অনাদায়ী থাকিলে অনাদায়ী কিন্তু অর্থ সরকারী দাবী (public demand) বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উহা আদায়যোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রেতা যদি অনধিক দুই একর জমির মালিক হন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে তগতিগ্রস্ত বা জীবন ধারণে অক্ষমতাজনিত অসহায় হন তবে উক্ত ধারা '৭' প্রযোজ্য হইবে না।

**জমি
প্রত্যর্পণের
নির্দেশ
কার্যকরকরণ**

৮। ক্রেতা বোর্ডের নির্দেশানুসারে জমির দখল প্রত্যর্পণ না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে, জমির দখল পাওয়ার জন্য বিক্রেতা উক্ত জমি যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত সহকারী কমিশনার ক্রেতাকে নোটিশ প্রদানপূর্বক উচ্ছেদ করিয়া বিক্রেতাকে জমির দখল প্রদান করিবেন।

**প্রত্যর্পিত
জমি
হস্তমাত্মরের
উপর বিধি
নিষেধ**

৯। কোন কৃষক ধারা ৬ বা ধারা ৭ এর অধীন তাঁহার নিকট প্রত্যর্পিত কোন কৃষি জমি প্রত্যর্পণের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে হস্তমাত্মর করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৬ বা ধারা ৭ এর অধীন পরিশোধ্য অর্থ তিনটির অধিক বার্ষিক কিন্তুতে পরিশোধের নির্দেশ থাকিলে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিশোধ্য বাকী অর্থ একযোগে বা নির্ধারিত কিন্তু অনুসারে পরিশোধিত হইলে প্রত্যর্পিত জমি হস্তমাত্মর করা যাইবে।

**কৃষি জমির
দখল
ইত্যাদির
উপর বিধি
নিষেধ**

১০। কোন ব্যক্তি খায়খালাসী বন্ধক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মহাজনী ঋণের জামানত হিসাবে কোন কৃষকের কোন কৃষি জমির দখল গ্রহণ অথবা নিজের বা অন্য কাহারও অনুকূলে উহা দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

**মহাজনী
ঋণ লাঘব**

১১। (১) কোন মহাজনী ঋণ গ্রহীতা তত্কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং উহার উপর প্রদেয় সুদের ন্যায়সংগত হার ও পরিমাণ, পরিশোধ্য ঋণ ও উহার উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ নির্ধারণ এবং উক্তরূপ নির্ধারিত ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য ন্যায়সংগত কিন্তু নিরূপণের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দরখাস্তটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানীর পর, বোর্ড-